বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রত্যয়

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ • সংখ্যা-১৫ • বর্ষ-৪

একসাথে খাদ্য গ্রহণ

প্রেক্ষিত পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন

BURO Bangladesh

BURO Bangladesh
বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ • সংখ্যা-১৫ • বর্ষ-৪

সম্পাদকীয়

স্বাগত ২০১৯! নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। গত বছরের শেষ সংখ্যা হিসাবে 'প্রত্যয়' এর পঞ্চদশতম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্মসূচীর মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বুরোর এলাকা ব্যবস্থাপকসহ সকল উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়ে দেশের ৫টি স্থানে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে নিবার্হী পরিচালকসহ পরিচালক মন্ডলী উপস্থিত ছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনাদের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং কর্মসূচীর মান উন্নয়নে আমরা অবশ্যই সফল হব। আশা করি আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং অঙ্গীকারসমূহ বুরোর সকল কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

নতুন বছরে সকলের সর্বাঙ্গীন মংগল কামনা করি।

লেখা পাঠান

- কর্মসূচি সংক্রান্ত
- বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা
- সফলতার গল্প
- সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি
- নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা এবং
- তথ্য বহুল লেখা।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

সাফল্যগাঁথা

সাবলম্বী বিউটি বেগম

কথা হচ্ছিল জীবন যুদ্ধে বিজয়ী বিউটি বেগমের সাথে, যিনি এই যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বিয়ের ঠিক পরপরই, ১৯৯৩ সালে। আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতই তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করার। কিন্তু ৮ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তার বিয়ে হয়ে যায় একই গ্রামে বাবার বন্ধুর ছেলে হারুন অর রশিদের সাথে। টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার কোনড়া গ্রামের বাসিন্দা এই বিউটি-হারুন দম্পতি এখন স্বাবলম্বী উদ্যোক্তা।

বিয়ের সময় তার শ্বশুরবাড়ির আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিলনা। স্বামী হারুন অর রশিদ ঢাকায় একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে মাত্র মাসিক ৮০০ টাকা বেতনে চাকুরী করতেন। আর্থিক দৈন্যতা যখন তাদের নিত্য সঙ্গী, সেখানে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করাটা ছিল সত্যিই কষ্টকর।

বিয়ের তিন বছর পর তার স্বামী হঠাৎ করেই চাকুরী ছেড়ে চলে আসেন বাড়িতে। নতুন করে চাকুরি না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্থ না হয়ে তিনি স্বামীকে নিয়ে ২৫০টি ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা কিনে পালন শুরু করেন। ভাবনাটা ছিল এমন যে, যদি ছোট পরিসরে শুরু করা এই কাজে সফলতা পান, তাহলে বড় পরিসরে এই ব্যবসা করবেন। সেই থেকে শুরু হয় পোল্ট্রি ফার্মের কাজের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা। ১৯৯৬ সালের শুরুর কথা। ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা পালন করার উপর তাদের কোন দক্ষতা না থাকায়, কাজটা প্রথম দিকে ছিলো বেশ কঠিন। সেই ২৫০টি বাচ্চা পালন করে বাজারে বিক্রি করে কিছুটা লাভ হওয়ায় তাদের আগ্রহ আর উৎসাহ বেড়ে যায়। স্বামীকে নিয়ে মুরগী লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বিউটি বেগম।

পাশের গ্রামে বুরো বাংলাদেশের কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে স্বামীর আগ্রহে বিউটি বেগম সদস্য হিসাবে ভর্তি হন। প্রথমে মাত্র ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে মুরগীর বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করে পুনরায় সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তীতে বিউটি বেগম পর্যায়ক্রমে আরও ঋণ গ্রহণ করেন এবং মুরগীর বাচ্চার পাশাপাশি মুরগীর খাদ্য কিনে বিক্রয় করা শুরু করেন।

এইভাবে ঋণের টাকার পুনঃপুন সঠিক ব্যবহার তার সংসারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এনে দিচ্ছিলো। ঋণ নিয়ে তিনি বসবাসের জন্য বড় টিনের আধাপাকা ঘর করেছেন, ফসলি জমি এবং ২টি ছোট পিকআপ ক্রয় করেছেন। পাশাপাশি তাদের ব্যবসাও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তারা মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করে তা আবার অন্যত্র বিক্রয়, মুরগীর খাদ্য বিক্রয়, ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগী বিক্রয় করেন। নিজ এলাকায় ১৫টি খামারে ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা, খাবার সরবরাহ করেন। সেইসব খামারিরা তা বিক্রয় করে তাকে টাকা ফেরত দেন। নিজ এলাকার পাশাপাশি টাঙ্গাইল জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গাজিপুরে মুরগীর খাবার, মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ ও বিক্রয় করেন। বর্তমানে তিনি ১ বছর মেয়াদে ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন, এবং সেই অর্থ একটি বড় ট্রাক ক্রয় করার জন্য জমা দিয়েছেন। তিনি ৪ জন কর্মচারীকে মাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা এবং ২ জন পিকআপ ড্রাইভারকে মাসে ৪২,০০০ টাকা বেতন দেন। এখন তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে ৪০ হতে ৫০ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়ে থাকে।

একমাত্র ছেলে পড়ালেখার পাশাপাশি তাদের ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করছে। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন ও বাকী দুইমেয়ে স্কুলে পড়ছে। ইচ্ছে রয়েছে আগামী বছর ৭ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে পাকা বাড়ির কাজ শুরু করার, এজন্যে আবার বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, বুরো বাংলাদেশ তার কাছে বন্ধুসম।

ইশরাত জাহান
প্রশিক্ষক, মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র-টাঙ্গাইল

একসাথে খাদ্য গ্রহণ

প্রেক্ষিত পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন

জাকির হোসেন

'মায়ের হাতের রান্না' কথাটি প্রবাদতুল্য। কারণ মায়ের হাতের রান্না মানেই স্বাদে ও মানে অতুলনীয়। মা তার সন্তানের জন্য যে দরদ দিয়ে খাবার রান্না করেন, পৃথিবীর আর কে-ই বা তা পারে! তাছাড়া মায়ের রান্না করা খাবারের ইতিবাচক মনো-দৈহিক প্রভাবও পরীক্ষিত। সে অর্থে মায়ের হাতের রান্না করা খাবার প্রতিটি সন্তানের জন্যই আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে শহুরে ছেলে-মেয়েদের এখন আর মায়ের হাতের রান্না করা খাবারের প্রতি বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় না। তারা অভ্যস্ত কফিশপ, রেস্টুরেন্ট আর ফাস্টফুডের দোকানগুলোতে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার করতে। কিন্তু ফাস্টফুড জাতীয় খাবারগুলো মুখরোচক হলেও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের খাবারে মাত্রাতিরিক্ত সুগার, ফ্যাট আর অ্যালকোহল থাকায় স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং এমনকি ক্যানসারের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। পশ্চিমা দেশগুলো প্রাথমিক ভুক্তভোগী হিসেবে ফাস্টফুডের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করলেও আমাদের দেশে সে অর্থে তেমন সচেতনতা গড়ে উঠেনি। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নেই কোন সামাজিক উদ্যোগও। ফলে মাত্রাতিরিক্ত ফাস্টফুড প্রীতি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে এক অজানার পথে ঠেলে দিচ্ছে। শুধু শারীরিক নেতিবাচক প্রভাবই নয়, নিয়মিত বাড়ির বাইরে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস কিছু পারিবারিক জটিলতার কারণ হিসেবেও কাজ করে। বাড়িতে একই টেবিলে একসাথে খাবার খেলে যে মজবুত পারিবারিক বন্ধন তৈরি হয় বাইরে খাবার খাওয়ার কারণে সে সুযোগ থেকে তরুণ প্রজন্ম বঞ্চিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ পরিবারের সদস্যদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে দূরত্ব ও সমন্বয়হীনতা। যা জাতি হিসেবে আমাদের সামাজিক সংকটের দিকে ধাবিত করছে। একজন পিতা হিসেবে এ নিয়ে আমি নিজেও উদ্বিগ্ন।

আধুনিক নগরজীবনে কমবেশি সবাই কর্মজীবী। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বাবা-মা দু'জনকেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বাড়ির বাইরেই থাকতে হয়। কর্ম ব্যস্ততা

শেষে তারা হয়তো রাতে বাড়িতেই খাবার খান কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে রেস্টুরেন্টের খাবার খেয়েই বাড়িতে ফেরে। ফলে বাবা-মা'য়ের সাথে এক টেবিলে খাবার খাওয়ার প্রতি তাদের খুব একটা আগ্রহ থাকে না। বরং বাড়িতে ফেরার পর পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে সময় ব্যয় না করে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফেসবুক, ইউটিউবের মত বিভিন্ন ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যম ও টেলিভিশন নিয়ে। অর্থাৎ দিন শেষে তারা ঘরে ফিরে এলেও পরিবার থেকে তারা বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। এই অভ্যাসের কারণে দৈনন্দিন আলাপচারিতার মাধ্যমে একে অন্যের ভাল-মন্দ জানা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। আগামীকাল কিংবা আগামী সপ্তাহে কার কী কাজ, কে কোথায় থাকবে অথবা আজ কার কী অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো এর সবই থেকে যায় আলোচনার বাইরে। সন্তানদের সম্পর্কে বাবা-মাও থেকে যান পুরোপুরি অন্ধকারে। এভাবেই বৃদ্ধি পায় পারিবারিক দূরত্ব, তৈরি হয় বোঝাপড়ার ঘাটতি। যার চূড়ান্ত পরিণতি নিঃসঙ্গতা, হতাশা ও নৈতিক অবক্ষয়। আরো স্পষ্ট করে বললে, এভাবেই তরুণরা পুরোপুরি বন্দী হয়ে পড়ে একটি নির্দিষ্ট অভ্যাস ও চিন্তার বলয়ে। তাদের মধ্যে জন্ম নেয় আত্মকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এ যে কত বড় ক্ষতি তা আর বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না। হ্যাঁ, তরুণ প্রজন্মের অনেকেই নানা ধরনের সৃজনশীল ও মননশীল কাজের সাথে নিজেদের যুক্ত রেখেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা সামগ্রিক বিবেচনায় খুব উল্লেখযোগ্য নয়।

আমরা অভিভাবকরা যদি ব্রেকফাস্ট কিংবা ডিনার একসাথে করার উদ্যোগ নেই তাহলেই দৃশ্যপট অনেকটা বদলে যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের চিন্তা-ভাবনা, দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা শেয়ার করার সুযোগ তৈরি হবে এবং একই সাথে পারস্পারিক পরামর্শ বা মতামত প্রদান করার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত থাকবে। এ ধরনের পারিবারিক মিথস্ক্রিয়া অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যকার সৃষ্ট দূরত্ব কমিয়ে আনবে এবং সন্তানের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় পিতা-মাতার অংশগ্রহণের সুযোগকে ইতিবাচকভাবে প্রসারিত করবে

এই উপমহাদেশে পারিবারিক বন্ধনের একটি স্বতন্ত্র রূপ রয়েছে। বিশেষ করে বাঙালি সমাজে পরিবার ও পারিবারিক বন্ধন যে শক্তি নিয়ে এখনও টিকে আছে তা থেকে বিশ্বের অনেক অগ্রসর রাষ্ট্রও বঞ্চিত। পারিবারিক বন্ধনের এই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বাঙালি ঐতিহ্যের অন্যতম স্তম্ভ এবং সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু নগর জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনে অনিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা হাওয়া ঐতিহ্যের এই স্তম্ভকেই যেন নড়বড়ে করে দিচ্ছে। পুত্র পিতার সাথে, ভাই বোনের সাথে কিংবা বন্ধু বন্ধুর সাথে জড়িয়ে পড়ছে স্বার্থের সংঘাতে। হতাশা আর বিষণ্নতা থেকে কিশোর-কিশোরি আর তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে আত্মহননের অশুভ প্রবণতাও। পত্রিকার পাতাগুলো সচেতনভাবে উল্টালে এ কথার দলিল খুঁজে পাওয়া খুব একটা কষ্টকর হবে না।

তবে ক্রমবর্ধমান এই সামাজিক সংকট থেকে উত্তরণের উপায় খুব দুরূহ কিছু নয়। বলা চলে, সমাধানের উপায় আমাদের অর্থাৎ অভিভাবকদের হাতের নাগালেই। প্রয়োজন শুধু সামান্য একটু উদ্যোগ। আমরা অভিভাবকরা যদি ব্রেকফাস্ট কিংবা ডিনার একসাথে করার উদ্যোগ নেই তাহলেই দৃশ্যপট অনেকটা বদলে যেতে পারে। এ

তৃণমূলই হচ্ছে আমাদের সেবা কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্র। তাই তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরাও যদি প্রতিদিন কাজে বের হবার আগে একে অপরের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও মতবিনিময় করেন এবং গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে কর্মস্থলে ফিরে খাবার টেবিলে মাঠের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দৈনন্দিন কাজের নানা খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন তবে যে কোন সমস্যা সমাধানে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সহজতর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে তাদের কাজের গতি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও নির্বিঘ্ন হবে

ধরনের উদ্যোগের ফলে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের চিন্তা-ভাবনা, দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা শেয়ার করার সুযোগ তৈরি হবে এবং একই সাথে পারস্পারিক পরামর্শ বা মতামত প্রদান করার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত থাকবে। এ ধরনের পারিবারিক মিথস্ক্রিয়া অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যকার সৃষ্ট দূরত্ব কমিয়ে আনবে এবং সন্তানের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় পিতা-মাতার অংশগ্রহণের সুযোগকে ইতিবাচকভাবে প্রসারিত করবে। অর্থাৎ দিনে অন্তত একবার খাবার টেবিলে পরিবারের সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে এই গুরুতর পারিবারিক সংকট থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো।

একই কথা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্যান্য ঊর্ধ্বতনদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বোঝাপড়া, ভাব বিনিময় এবং চিন্তার সমন্বয় সাধনের সুযোগ রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সফলতা অনেক বেশি। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় শুধুমাত্র কর্মীদের কর্মদক্ষতাই নয় তাদের সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে নীতি নির্ধারকদের সাথে কর্মীদের সঠিক বোঝাপড়া এবং চিন্তার সমন্বয়। কারণ ঊর্ধ্বতনদের সাথে অধঃস্তনদের সঠিক যোগসূত্র তৈরি করে নিয়মিত ভাব বিনিময়, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ তৈরির উপর প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই নির্ভরশীল। এজন্য দাপ্তরিক সভা, একত্রে মাঠ পরিদর্শন, নিয়মিত চা চক্র, লাঞ্চ ও ডিনার করার সুযোগ তৈরি করে দিলে পারস্পারিক সমঝোতা, চিন্তার ঐক্য এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একে অন্যকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে চিন্তার চমৎকার সমন্বয় সাধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সাথে যে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা-বিঘ্ন নিরসনে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ চলমান থাকে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সাধনে এ ধরনের ব্যবস্থা অনেক বেশি সহায়ক।

বুরো বাংলাদেশ মূলত একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বহুমুখী আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীকে উন্নততর জীবন মান অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করাই এর উদ্দেশ্য। ফলে তৃণমূলই হচ্ছে আমাদের সেবা কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্র। তাই তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরাও যদি প্রতিদিন কাজে বের হবার আগে একে অপরের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও মতবিনিময় করেন এবং গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে কর্মস্থলে ফিরে খাবার টেবিলে মাঠের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দৈনন্দিন কাজের নানা খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন তবে যে কোন সমস্যা সমাধানে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সহজতর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে তাদের কাজের গতি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও নির্বিঘ্ন হবে।

অর্থাৎ এক সাথে খাবার গ্রহণ একই সাথে পরিবার ও প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই পারস্পারিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে বোঝাপড়া সৃষ্টি ও সমন্বয়হীনতা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

দিনে অন্তত এক বেলা এক সাথে খাবার গ্রহণ যেভাবে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে ঠিক একই ভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্পর্কের বন্ধনকেও মজবুত করে। তারা একে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে নিজ নিজ কর্মকৌশলকে উন্নত করতে পারে এবং একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চমৎকার সুযোগও পেতে পারে। এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। কারণ কর্মীরাই হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি। চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় একদিকে যেমন তাদেরকে সমৃদ্ধ করবে, একই সাথে প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাকেও উপকৃত করবে।

বুরো বাংলাদেশের একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে আমি প্রত্যাশা করবো, আমাদের প্রতিটি কর্মী দিনে অন্তত এক বেলা সহকর্মীদের সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পারস্পারিক বোঝাপড়া পোক্ত করে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজেকে একজন উপযুক্ত সেবাকর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে।

লেখক : *নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ*

গঠনমূলক সমালোচনা ও আবাসিকের পরিচ্ছন্নতা

গঠনমূলক সমালোচনা আত্ম-উন্নয়নের সোপান

নিজের মধ্যে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই গঠনমূলক সমালোচনাকে গ্রহণ করতে চান না। বরং যিনি সমালোচনা করেন তার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব থেকে বের হতে পারলেই সমালোচনা হয়ে উঠতে পারে আমাদের আত্ম-উন্নয়নের সোপান...

কোন মানুষই ত্রুটিমুক্ত নয় এবং সবাই অভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও গড়ে উঠে না। এ কারণে প্রতিটি মানুষের কাজের ধরন হয় ভিন্ন ভিন্ন এবং আচার-আচরণেও প্রকাশ পায় নানা অসঙ্গতি। ফলস্বরূপ পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে এবং কর্মস্থলে পরিচিতজন, সহকর্মী কিংবা অধীনস্তদের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পারিক বিরূপ মনোভাব এবং দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, যা উপরোক্ত সবগুলো পরিবেশকেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে খুব সহজেই এ ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে পরিবার, সমাজ ও কর্মস্থলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। কারণ গঠনমূলক সমালোচনা শুধুমাত্র ব্যক্তির আচরণকেই উন্নত করে না, ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিতও করে।

গঠনমূলক সমালোচনার আরো একটি উদ্দেশ্য হচেছ, রোগ সারিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলা। সাধারণত কেউ ত্রুটি ধরিয়ে দিলে অধিকাংশ মানুষই তা সহজে মেনে নিতে চায় না বরং যিনি ত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছেন মনে মনে তার-ই ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। মানুষ প্রতিশোধপরায়ণ। কেউ কারো সমালোচনা করলে এই প্রতিশোধ স্পৃহা আরো বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। প্রবাদ আছে, ছায়ার দিকে পা তুললে ছায়াও পা দেখায়। কিন্তু একটি পরিবার বা সংগঠন সমষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। ফলে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানকে যত বেশি ত্রুটিমুক্ত করা যাবে সমষ্টির উপর তার ইতিবাচক প্রভাবও তত বৃদ্ধি পাবে।

- একজন সমালোচনাকারী অবশ্যই আত্মসমালোচক হবেন। কারণ নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন না করে অন্যের অনুরূপ দোষ-ত্রুটি নিয়ে কথা বলা যথাযথ নয়। অর্থাৎ অন্যের ত্রুটি নিয়ে কথা বলার আগে নিজের মধ্যেও সেই ত্রুটি আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।
- কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, গঠনমূলক সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে দোষ-ত্রুটি বা অসঙ্গতিগুলো ধরিয়ে দিয়ে ব্যক্তিকে সংশোধন করা।
- কোন আচরণ বা অভ্যাসকে ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করার আগে সমালোচনাকারীকে অবশ্যই যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হলেই অন্যের কোন আচরণকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ সমালোচনাকারীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।
- সমালোচনা করতে হবে ব্যক্তির উপস্থিতিতে, তার আড়ালে নয়।
- সমালোচনা হবে সুনির্দিষ্ট তথ্য বা উদাহরণের ভিত্তিতে, শোনা কথা বা কান কথার ভিত্তিতে নয়।
- গঠনমূলক সমালোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এক তরফা অভিযোগ না করে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা। কারণ এক তরফা অভিযোগ ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে। এতে সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।
- গঠনমূলক সমালোচনা বিশ্লেষণধর্মী হলেও তা হতে হবে সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ সমালোচিত ব্যক্তি যাতে বুঝতে পারেন তার ত্রুটিগুলো কী এবং তাকে ঠিক কোন বিষয়ে সংশোধিত হতে হবে
- শুধুমাত্র একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নয়, কোন ব্যক্তির ত্রুটিপূর্ণ আচরণ বা অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে তবেই সমালোচনা করা উচিত।
- সমালোচনাকারীর কথার সুর হতে হবে নমনীয় এবং শব্দচয়ন হবে মার্জিত। যে কোন আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ এড়িয়ে যেতে হবে।
- সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে নেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র আপনি কী প্রত্যাশা করেন তাই বলতে হবে।
- দোষ-গুণের মিশেলেই মানুষ। সমালোচনা করার পূর্বে অবশ্যই ব্যক্তির ভাল দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে। এতে সমালোচিত ব্যক্তি স্বস্তি বোধ করবেন এবং নিজেকে সংশোধন করতে অনুপ্রাণিত হবেন।
- সমালোচনা গ্রহণ করলে সমালোচিত ব্যক্তির কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের সুফল কী তাও উল্লেখ করতে হবে।
- কোন ফোরামে সমালোচনা না করে একান্ত পরিবেশে সমালোচনা করতে হবে।
- সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে একজন প্রকৃত বন্ধুর মত। তার মানসিকতা হতে হবে সহকর্মীকে ত্রুটি থেকে মুক্ত করে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে তুলে ধরা।
- সমালোচককে বন্ধু হিসেবে দেখতে হবে। কারণ একটি ভুল ধরিয়ে দিয়ে তিনি মূলত ভবিষ্যতের অনেকগুলো ভুল থেকে রক্ষা করেন।

আগেই বলা হয়েছে, নিজের মধ্যে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই গঠনমূলক সমালোচনাকে গ্রহণ করতে চান না। বরং যিনি সমালোচনা করেন তার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব থেকে বের হতে পারলেই সমালোচনা হয়ে উঠতে পারে আমাদের আত্মোন্নয়নের সোপান। সমালোচনার কারণে ভুল থেকে বের হয়ে আসতে পারার অর্থ হলো দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া।

আবাসিকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অধিকাংশ কর্মীই সংস্থার নিজস্ব আবাসিক ব্যবস্থাপনায় বসবাস করেন। সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটিতে পরিবারের সাথে বসবাস করলেও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বাকি দিনগুলো সহকর্মীদের সাথেই কাটাতে হয়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিবোধের বেশ কয়েকজনকে একত্রে বসবাস করতে হয়। ফলে আবাসিকের পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ পরিচ্ছন্নতা বোধের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হবে বটে কিন্তু নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে এটিকে সহজ অভ্যাসে পরিণত করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তির প্রতিবেশ তার রুচিবোধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিচ্ছন্ন আবাসস্থল মানেই পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষ।

- আবাসিক কক্ষে সবার আগে দৃষ্টি যায় বিছানার দিকে। তাই প্রতিদিন সকালে নিজ নিজ বিছানা গুছিয়ে কক্ষ ত্যাগ করতে হবে।
- বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কাঁথা ও লেপ-তোষক অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে।
- চাদর ও বালিশের কভার নিয়মিত ধুতে হবে এবং কাঁথা ও লেপ-তোষক নিয়মিত রৌদ্রে দিতে হবে।
- অনেকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনকে কাপড় ধোয়ার জন্য বেছে নেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কোন দিনের সাথে নয়, প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ প্রয়োজনে কর্ম দিবসেও পোশাক ধৌত করার মানসিকতা রাখতে হবে।
- চাদর ও বালিশের কভারসহ কাঁথার রং ও নকশা যাতে মার্জিত হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।
- কাঁথা, কম্বল বা লেপ সকালে বিছানা ত্যাগ করার পর ভাজ করে রাখতে হবে।
- বিছানায় গামছা বা তোয়ালেসহ নিত্যব্যবহার্য কোন পোশাক ফেলে রাখা উচিত নয়।
- অনেকে নিত্য ব্যবহার্য পোশাক রাখার জন্য কক্ষে দড়ি টাঙ্গিয়ে রাখেন। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ এতে কক্ষের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নিত্য ব্যবহার্য পোশাক সংরক্ষণের জন্য আলনা, ওয়াল হেঙ্গার কিংবা সুটকেস ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আবাসিক কক্ষে টেবিল রাখা যেতে পারে। এতে ডায়েরি, কলম ও বিভিন্ন দাপ্তরিক কাগজপত্র টেবিলে গুছিয়ে রাখা যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই টেবিল ক্লথ ব্যবহার করা উচিত।
- আবাসিক কক্ষের মেঝে, দেয়াল ও সিলিং নিয়মিত ঝাড়ু দিতে হবে যাতে ধুলোবালি ও মাকড়শার জাল জমে না যায়। পাশাপাশি জানালার গ্রিলও পরিষ্কার করতে হবে।
- আবাসিক কক্ষের প্রবেশ পথে অর্থাৎ দরজার সামনে পাপোশ রাখা উচিত। এতে ঘরের মেঝেতে জুতার ময়লা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। প্রয়োজনে কক্ষের ভেতর ব্যবহারের জন্য আলাদা জুতা বা স্লিপার ব্যবহার করতে হবে।
- আবাসিক কক্ষে যত্র-তত্র জুতা-মোজা ফেলে না রেখে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে।
- কক্ষে ড্রেসিং টেবিল বা আয়না থাকলে গ্লাস ক্লিনার বা পানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- আবাসিক কক্ষে খাওয়া-দাওয়া করা উচিত নয় কারণ খাবারের গন্ধ আটকে গিয়ে রুমে গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যা সবার জন্যই অস্বস্তিকর। খাদ্য গ্রহণের জন্য ডাইনিং রুম বা একটি পরিচ্ছন্ন কমন রুম ব্যবহার করতে হবে।
- একই কক্ষে অধূমপায়ী সহকর্মী থাকলে কক্ষে ধুমপান না করে কক্ষের বাইরে গ্রহণযোগ্য কোন স্থানে ধুমপান করতে হবে।
- কক্ষে অবস্থানকালে বেশ কিছু সময় জানালা খুলে রাখা উচিত। এতে আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ পাবে এবং গুমোট ভাব কেটে যাবে। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- কক্ষের মেঝেতে কাগজ বা টিস্যু পেপার ফেলে রাখা যাবে না। প্রয়োজনে ওয়াস্ট পেপার বাস্কেট ব্যবহার করতে হবে।
- অনেকে খাটের নিচে বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী সংরক্ষণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে বিছানার চাদর এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে দ্রব্যগুলো দৃষ্টির আড়ালে থাকে।
- ডাইনিং রুমের সুবিধাজনক স্থানে ডাইনিং টেবিল স্থাপন করতে হবে যাতে কিচেন ও অন্যান্য কক্ষে যাতায়াত করতে সমস্যার সম্মুক্ষীণ হতে না হয়।
- খাদ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- ডাইনিং টেবিলে রক্ষিত পানির জগ, গ্লাস কিংবা লবণের বাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সাধারণত ডাইনিং রুমের পাশেই বেসিন ও ওয়াশরুম থাকে। এই দুটি স্থান নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আবাসিকে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ রাখতে হবে। এতে গুমোট গন্ধ সৃষ্টি হবে না।
- আবাসিকের ভেতরের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য বাইরের ময়লা-আবর্জনা ও আগাছাও পরিষ্কার করতে হবে। কারণ চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না রেখে ভেতরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

নির্বাহী পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎকারের আলোকে অনুলিখন:
আশরাফুল আলম খোশনবীশ
অফিস ব্যবস্থাপক

নির্বাহী পরিচালকের if Rb¥w`b...

৩১ ডিসেম্বর বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনের জন্মদিন। প্রতি বছরের মত এবারও আনন্দঘন পরিবেশে প্রধান কার্যালয়ে উদযাপিত হয়েছে এই শুভ দিনটি। দিনের শুরুতেই বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সদস্যবৃন্দসহ প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা নিজ নিজ বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে কনফারেন্স হলে সমবেত হয়ে নির্বাহী পরিচালককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হবার পর জনাব জাকির হোসেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে আয়োজনের মূল পর্বে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে ফটোসেশনে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বুরো বাংলাদেশকে আরো গ্রাহকবান্ধব সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য উপস্থিত সর্বস্তরের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীকে কেক ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

আমরা জনাব জাকির হোসেনের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বুরো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমকে আরো প্রযুক্তিনির্ভর, সহজ ও গতিশীল করতে সফ্‌টওয়ার কোম্পানী গ্রামীণ কমিউনিকেশনস ও বুরো বাংলাদেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা, উপ-মহাব্যবস্থাপক গৌরীশংকর সরকার এবং বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, পরিচালক- অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক- কর্মসূচী ফারমিনা হোসেনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বুরো বাংলাদেশের সদস্যদের আর্থিক লেনদেন সহজ করতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেড ও বুরো বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, পরিচালক- অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী এম সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক- কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন এবং বিকাশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির, চীফ কমার্শিয়াল অফিসার মিজানুর রশিদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

Pzw³ I mg‡SvZv ¯§viK ¯^vÿi

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের সদস্যদের আর্থিক লেনদেন সহজ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশ ও ব্যাংক এশিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, পরিচালক- অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক- কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন এবং ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আরফান আলী ও হেড অব চ্যানেল ব্যাংকিং সরদার আকতার হামিদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

evsjv‡`‡ki ÔAvBwmGweÕ m¤§vbbv AR©b

২০১৭ সালের **শ্রেষ্ঠ হিসাব প্রতিবেদনের** জন্য বুরো বাংলাদেশ **ICAB** সম্মাননা অর্জন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দি ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক বুরো বাংলাদেশকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। সংস্থার পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এর নিকট থেকে সম্মাননা ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জনাব প্রাণেশ বণিকসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

কর্মসূচী সংক্রান্ত সভা

বুরো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থার সকল এলাকা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এবং ২৫টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমসদস্যসহ টিম লিডারদের নিয়ে কর্মসূচী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সারাদেশে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভায় সংস্থার নিবাহী পরিচালকসহ পরিচালক মন্ডলী এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপকগণসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা

সংস্থার কর্মীদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল স্তরের কর্মীদের নিয়ে জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা এবং নবগঠিত আঞ্চলিক জেন্ডার কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সংস্থার টাঙ্গাইল মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা- প্রাণেশ বণিক এবং পরামর্শক প্রশিক্ষণ- রতিশ চন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন।

Dbœqb e¨e¯’vcbv cÖwkÿY

গত ১২-১৫ নভেম্বর বুরো বাংলাদেশের মধুপুর সিএইচআরডিতে অনুষ্ঠিত হয় 'উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক বিশেষ প্রশিক্ষণ। দেশের ২৩টি এনজিও-এমএফআই'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে বাস্তব ধারণা আলোচনা, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতিগত দক্ষতা অর্জন এবং উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনায় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনাগত কৌশল সম্পর্কে প্রায়োগিক ধারনা ও দক্ষতা অর্জনে সহযোগিতা করা।

weKvk Av‡qvwRZ Kg©kvjv

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বুরো বাংলাদেশের সদস্যদের আর্থিক লেনদেন সহজ করতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ কর্তৃক বুরো বাংলাদেশের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় প্রধানদের জন্য দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বুরো প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালায় সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

Awdm e¨e¯’vcbv welqK cÖwkÿY

গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল-এ অনুষ্ঠিত হয় দু' দিনব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন প্রধান কার্যালয়, বিভিন্ন বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ব্যবস্থাপকবৃন্দ।

bZzb †gqv‡` IqvUvi †µwWU cÖKí

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক দাতা সংস্থা Water.org এর সহায়তায় এনহ্যান্সড ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অন ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগ্রামটির ১ম পর্যায় জুলাই ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮ মেয়াদে সংস্থার ২০টি অঞ্চলের ৪১৬ টি শাখার কর্ম এলাকায় অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়। সম্প্রতি দাতা সংস্থা ও বুরো বাংলাদেশ নতুনভাবে প্রকল্পটি অক্টোবর-২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২০ সময়কাল পর্যন্ত সংস্থার ১৯ টি অঞ্চলের ৪০০ টি শাখায় বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায়- সর্বত্র পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং বাকী ৬টি অঞ্চলেও এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় নির্বাচিত আরও ১১০ টি শাখায় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের পরামর্শে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে একই মেয়াদে ২০,০০০ জন সদস্যকে অর্ন্তভুক্ত করে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ এই মেয়াদে সংস্থা মোট ২৫ টি অঞ্চলের আওতায় ৫১০ টি শাখায় ১০০,০০০ সদস্যের মাঝে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প কর্মীদের প্রকল্পের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল অবহিতকরণ এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, মধুপুরে গত ১ নভেম্বর তারিখে প্রকল্প সূচনা সভার (Project Inception Meeting) আয়োজন করা হয়।

†iwg‡UÝ weZi‡Yi gvBjdjK

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড সম্প্রতি তাদের মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক রেমিটেন্স বিতরণের মাইলফলক ছুয়েছে যেখা‍ে বুরো বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ব্যাংকের বৈদেশিক রেমিটেন্স বিভাগ ১৮ই ডিসেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেক কাটা হয়। ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরফান আলী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ এই ব্যাংকের অন্যতম এবং প্রথম এনজিও রেমিটেন্স পার্টনার বুরো বাংলাদেশের পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং সহকারী সমন্বয়কারী বিশেষ কর্মসূচী এস.এম.এ.রকিব উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

gv÷viKvW© Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY Kvh©µg c

সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশের হাটহাজারি শাখার সদস্যদের জন্য আয়োজিত আর্থিক ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন মাষ্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মো. কামাল, পরিচালক জাকিয়া সুলতানা লাবনী এবং রিলেশনসীপ ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট ম্যারিলীন বৃষ্টি গোমেজ।

kxZe¯¿ weZiY Kvh©µg

আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে বুরো বাংলাদেশ প্রতিবছরই শীতার্ত দরিদ্র মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বা কম্বল বিতরণ করে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মূলত উত্তরবঙ্গেই এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিগত বছরগুলোর মত এ বছরও উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, গাইবান্ধা ও পঞ্চগড় জেলার কয়েক হাজার দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার, পঞ্চগড় সদর উপজেলার ইউএনও শাহিনা শবনম, রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার ইউএনও জনাব আনোয়ার উল হালিম, মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হোসেন, পঞ্চগড়ের চাকলারহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেনসহ বুরো বাংলাদেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

শোক সংবাদ

মোঃ কামরুজ্জামান
উর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক

মোঃ কামরুজ্জামান, পিন-১৩১২৯, পদবীঃ উর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক, শাখাঃ পাবলা, অঞ্চলঃ খুলনা, সংস্থায় যোগদানের তারিখ ঃ ২৬/০২/২০১২, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক ডিগ্রী। তার স্থায়ী ঠিকানা- গ্রামঃ ধামরাইল, ডাকঃ চাঁদখালী, থানাঃ পাইকগাছা, জেলাঃ খুলনা। গত ১৬ই নভেম্বর আনুমানিক দুপুর ০১ টায় তিনি মোটর বাইকে চড়ে রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নেয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি তাঁর পরিবারে রেখে যান স্ত্রীসহ এক পুত্র সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন। বুরো পরিবারে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতিও ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক । সকলের সাথে প্রাণবন্ত ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতেন। তার অকাল মৃত্যুতে বুরোর প্রতিটি কর্মী মর্মাহত।

বুরো পরিবার কামরুজ্জামান এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

নিলুফুন নাহার চৌধুরী
কর্মকর্তা -মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ • সংখ্যা-১৫ • বর্ষ-৪

Rvqbvi ¸qvsWs evwYR¨ †gjvq ey‡iv µvdU

গত ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর চীনের গুয়াংডং প্রদেশের গুয়াংঝু সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় 'মেরিটাইম সিল্করোড ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৮'। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এই মেলায় অংশগ্রহণ করে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশের কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আমন্ত্রিত হয়ে এবার এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে বুরো ক্রাফট। উপপরিচালক- কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন-এর নেতৃত্বে মর্ডান ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত চার দিনব্যাপী এ মেলায় বুরো ক্রাফটের প্রতিনিধিত্ব করেন অফিস ব্যবস্থাপক আশরাফুল আলম খোশনবীশ ও ব্যবস্থাপক আইটি আক্তার উজ জামান।

আনারস পাতা ও কলা গাছের আঁশ থেকে বুরো ক্রাফটের প্রশিক্ষিত নারী কর্মীদের হাতে তৈরি দৃষ্টিনন্দন ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যগুলো চীনা ক্রেতা ও দর্শকদের দারুণভাবে মুগ্ধ করে। তারা আগ্রহ নিয়ে স্টল পরিদর্শন এবং বুরো ক্রাফটের পণ্যগুলো ক্রয় করেন। মেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বায়াররা পরিবেশ বান্ধব আঁশ উৎপাদনের জন্য বুরো ক্রাফটের প্রশংসা করেন এবং এর উৎপাদিত পণ্য ও আঁশ ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

we‡`‡k cÖwkÿY/‡mwgbv‡i AskMÖnb

গত প্রান্তিকে জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বুরোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণ এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে:

- পরিচালক অর্থ, এম মোশাররফ হোসেন গত ১-৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের আর্লিংটনে অনুষ্ঠিত SEEP নেটওয়ার্কের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন।
- পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জনাব প্রাণেশ বণিক এবং নিরীক্ষা সমন্বয়কারী, এবিএম আমিনুল করিম মজুমদার গত ১৪-১৯শে অক্টোবর যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে অনুষ্ঠিত Advanced Risk Management & Internal Controls for Microfinance & Digital Financial Services শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করেন।
- উপ-পরিচালক কর্মসূচী, ফারমিনা হোসেন গত ৩০-৩১ অক্টোবর সিংগাপুরে UNIGLOBAL Asia Pacific Microfinance Forum কর্তৃক আয়োজিত Financial Inclusion শীর্ষক কনফারেন্সে যোগদান করেন।
- গত ১৯-২৩ নভেম্বর The Microfinance Association কর্তৃক আয়োজিত Delinquency and Quality Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সংস্থার কর্মসূচী সমন্বয়কারী খন্দকার মুখলেছুর রহমান, সমন্বয়কারী মনিটরিং ও রিপোর্টিং সাঈদ আহমেদ খান, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এরশাদ আলম ও ইস্তাক আহম্মেদ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত এবং উত্তম কুমার বসাক অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা থাইল্যান্ডে কর্মরত একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কর্মকান্ড পরিদর্শণ করেন।

সংগ্রহ এবং সংকলন: প্রাণেশ বণিক

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৫৫০৫৯৮৬০, ৫৫০৫৯৮৬১, ৫৫০৫৯৮৬২, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org